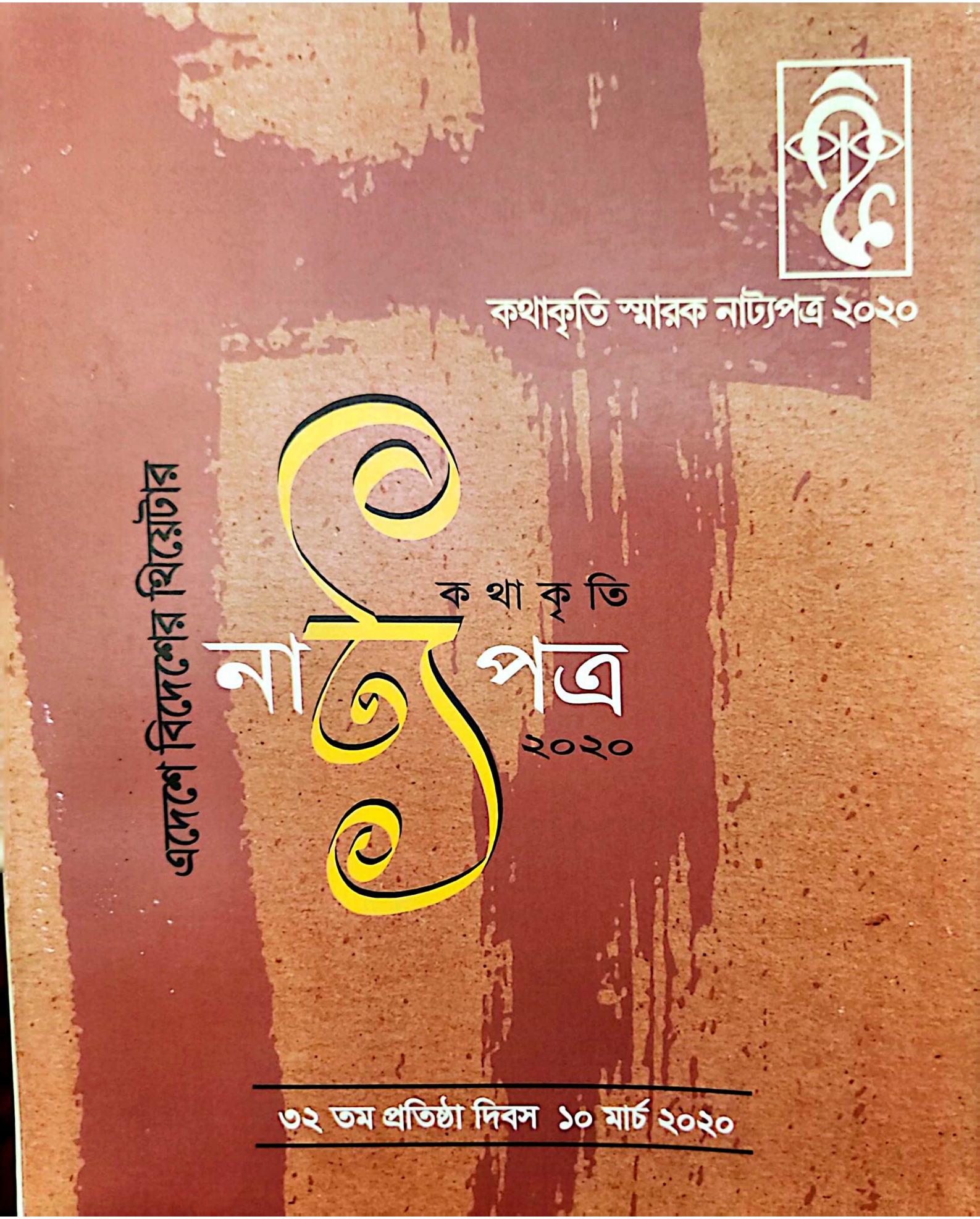

কথাকৃতি স্মারক নাট্যপত্র ২০২০

এদেশে বিদেশের থিয়েটার

কথাকৃতি

# নাট্যপত্র

২০২০

৩২ তম প্রতিষ্ঠা দিবস ১০ মার্চ ২০২০

CamScanner

# কথাকৃতি

# নাট্যপত্র ২০২০

## ৩২তম প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষ্যে বিশেষ নাট্য আয়োজন

৮ মার্চ, ২০২০ রবিবার। সন্ধ্যা ৬টা। তৃপ্তি মিত্র নাট্যগৃহ

নাট্যপত্র প্রকাশ

রুশতী সেন

২৪তম অজিতেশ স্মারক বক্তৃতা

অলকনন্দা রায়

আলোচনা সভা : জাতীয় ও আন্তর্জাতিক নাট্যে নারীবাদ

কাবেরী বসু। তৃণানিলীনা বন্দ্যোপাধ্যায়। আশিস গোস্বামী।

সূত্রধারিণী : নন্দিনী ভৌমিক

সমগ্র অনুষ্ঠান সঞ্চালনা : ভবেশ দাস

১০ মার্চ, ২০২০ মঙ্গলবার। সন্ধ্যা ৬-৩০ আকাদেমি মঞ্চ

**আমি তনু ও সে**

নাটক : সৌনাভ বসু

নির্দেশনা : কিঞ্জল নন্দ



CamScanner

# সূচিপত্র


সম্পাদকীয় ৭
শেক্‌স্‌পিয়ার— না জানা আকাশের নক্ষত্র, এই বাংলায় ॥ রুদ্ররূপ মুখোপাধ্যায় ॥ ৯
হত্যার নীতিকথা : অমিতাভ দত্ত ॥ মূল নাটক : Albert Camus ॥ ২১
বাংলা থিয়েটারে বিদেশি নাটক ॥ সুব্রত ঘোষ ॥ ৬৮
ইয়াসমিনি বিভারলী রানা অনুপ্রাণিত কালো জানালা ॥ কুন্তল মুখোপাধ্যায় ॥ ৭৯
ভাষান্তর : ভাষার অন্তর্বয়ান ॥ কাবেরী বসু ॥ ৯০
একক নাটক : সম্ভাবনা ও সংশয় ॥ আশিস গোস্বামী ॥ ৯৯
জাতীয় নাট্যের দুই পথিকৃৎ ॥ ১১০
'নঈ কহানী'-র অন্যতম শরিক মোহন রাকেশ ॥ দেবাশিস রায়চৌধুরী ॥ ১১১
বিলাসপুরী এক থিয়েটারওয়ালা ॥ দেবাশিস রায়চৌধুরী ॥ ১১৮
শতবর্ষে দুই দিক্‌পাল ॥ খালেদ চৌধুরী ও পানু পাল ॥ ১২৯
খালেদ চৌধুরী ॥ শুভ্র মজুমদার ॥ ১৩০
জন্মশতবর্ষে পথনাটকের পথিকৃৎ পানু পাল ॥ মধুমিতা পাল ॥ ১৩৮
স্মরণ ॥ ১৪৯
জীবননাট্যের শেষ প্রহরে শ্রীরাম লাগু ॥ রেখে গেলেন এক বিরাট উত্তরাধিকার ॥ শ্রেয়া সমাদ্দার ॥ ১৫০
গিরিশ কারনাড ॥ বিনম্র সৃজনমগ্ন বিদ্রোহী ॥ সুমিত বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ ১৫২
স্মরণীয় এক সান্নিধ্য ॥ দেবাশিস রায়চৌধুরী ॥ ১৫৭
চিন্ময় রায় : হাসির আড়ালে ॥ অশোক মুখোপাধ্যায় ॥ ১৬২
রমেন রায়চৌধুরী ॥ অমল রায় ঘটক ॥ ১৬৬
নাটকে আটক নবনীতা ॥ অয়স্তিকা ঘোষ ॥ ১৬৭


কথাকৃতি

CamScanner

# নাটকে আটক নবনীতা

## অয়ন্তিকা ঘোষ

'যতই কথা বলি না কেন আমরা 'ভাষা' ব্যাপারটা ক্রমেই সীমিত, শেষ অবধি স্বাগত সম্ভাষ পেরিয়ে এগুতে পারি না। আবার অন্য দিক থেকে, ভাষা মাত্রেই আত্মনিবেদন। ভাষা মাত্রেই অতীতমন্থন, ভাষা মানেই ভালোবাসা। সব কথাই কথার কথা, আবার কথা মাত্রেই কথা পেরিয়ে কথা।'

— নবনীতা দেবসেনের একটি নাটকের সংলাপ এটি। পুরুষের কথনে। প্রতি-সংলাপে নারীটি বলেছে—

'কথার কথা, আর কথা পেরিয়ে কথা। তাহলে সংযোগটা কথার মাধ্যমে ঘটছে না, ঘটছে কথা পেরিয়ে?' নাটকে তো এমনটাই ঘটে থাকে। উচ্চারিত সংলাপ যেমন দর্শকের মনে অন্তর্বেদন জারণ করে; ঠিক তেমনই অনুচ্চারিত কথোপকথনও এক স্বতন্ত্র বোধের জন্ম দেয়। নবনীতা যেমন বাঙ্ময়তার জন্ম দেয়। নবনীতা দেবসেন, যিনি কি না সাহিত্য পরিসরে কবি, গল্পকার, ঔপন্যাসিক, প্রাবন্ধিক— তিনি আবার নাট্যকারও। অপটু জড়ানো ভাষণে যিনি সাবলীলতায় বলতেন, 'কথার কথা'; তিনিই কলম ধরে জন্ম দিতেন 'কথা পেরিয়ে কথা'র— দুনিরীক্ষ্য এক কল্পলোকের অধিবাসী বানাতেন আমাদের। নাটকটার নাম 'অসম্পূর্ণ ভ্রমণ-কথা'। শুভ, ৪০ বছরের যুবক, রিনি ২৫ বছরের যুবতী। দু'জনেই মেতে থাকে ভবিষ্যতজীবনের কথনে। আর ৬০ বছরের সত্যেন একলা হয়ে অতীতচারণ করে অতীত যৌথ জীবনের মধুর স্মৃতির। এভাবেই এগিয়ে চলে নাটক, পনেরো বছরের ব্যবধানে প্রৌঢ় শুভ আর ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখে না, বরং রিনির ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যের পেলবতায় অতীতমুখী হয়েছে সে। রিনি অসুস্থ, থেমে গেছে তাদের কথা, শব্দ; নিভে যেতে বসেছে তাদের বহিরঙ্গ। শ্রবণে, ঘ্রাণে, দর্শনে,

স্পর্শে তীব্র লড়াই চলছে তাদের। রিনি এখন সত্যেনের মতোই নিঃসঙ্গ। কিন্তু শুভ রিক্ত নয়; স্মৃতি গন্ধে সে ঐশ্বর্যময়। তার অতীতচারিতার সংলাপসূত্রে জানা যায় যে তাদের সুখী জীবনের সাম্রাজ্যে ঈর্ষিত হয়েছিল তাদের অনুদানপ্রদানকারী বস্.... আসলে তার দুর্বলতা ছিল রিনির প্রতি... কোনও এক ভ্রমণের অছিলায় রিনির সঙ্গকামনায় সে .... নাহ্। সবকিছু ঘটতে নেই.... কিছু জিনিস থিতিয়ে থাকতে দিতে হয়। এটাই আমাদের প্রতি নাটককার নবনীতার শিক্ষিত রুচির নির্দেশ। ভ্রমণকথা তাই অসম্পূর্ণ— 'অসম্পূর্ণ ভ্রমণকথা'। ৭০ বছর বয়সী সত্যেনের সজাগবার্তায় নাটকের ইতি— 'শোনো তোমরা শোনো, স্মৃতিকেও ঘাঁটিও না, স্বপ্নকেও ঘাঁটাতে নেই। গর্ভগৃহের অন্ধকারে অনেক চামচিকে, অনেক চামচিকে... রত্নমুকুট একটিবারই কেবল ছোঁয়ানো যায় মাথায়... শুধু একবার! অন্ধকার রন্ধ্রহীন....

এ নাটক নবনীতা লিখেছিলেন ১৩৮১ থেকে ১৩৮৩-র মধ্যে কোনও এক লিটিল ম্যাগাজিনের পাতায় যা ১০ টাকায় একটি বই করে পরে ছেপেছিলেন ১৯৯৪ সালে আনন্দ পাবলিশার্স 'মেদেয়া, এবং' (তিনটি একাঙ্কিকা) নামে। ভূমিকায় নবনীতা লিখেছেন— 'যখন এই একাঙ্কিকা তিনটি প্রকাশিত হয়েছিল তখনও কলকাতায় শ্রুতি নাটকের এতটা চল হয়নি।' সুবীর রায়চৌধুরীর উৎসাহে লেখাগুলিকে জড়ো করে পাতলা এই চটি বইটির নির্মাণ। নাটককার নবনীতা তখনই নাটককার হতে চাইছেন— ভূমিকায় 'শ্রুতিনাটক' শব্দটির ইঙ্গিত সেকথাই বলে। অবশ্য সরাসরি নাটককার হওয়ার সৌভাগ্য তাঁর হয়নি। তাঁর গল্প থেকে দুটি নাট্যদল নাটক করেছে। প্রথমটি, চুপকথা করেছে ২০০২ সালে। দ্বিতীয়টি নির্বাক অভিনয় একাডেমী ২০১৫ সালে। উজ্জ্বল চট্টোপাধ্যায় 'দুই তরঙ্গ' নামে একটি নাটক লিখেছিলেন যা প্রযোজিত হয়েছিল ডলি বসুর নির্দেশনায় অ্যাকাডেমি অব ফাইন আর্টসে ২০০২ সালের ২২ অগস্টে। গল্পকার নির্মল বর্মার 'ধূপ কা এক টুকরা' থেকে ছিল নাটকের প্রথম তরঙ্গের নির্মাণ আর নবনীতা দেবসেনের 'ভালোবাসা কারে কয়' থেকে নির্মিত হয়েছিল নাটকের দ্বিতীয় তরঙ্গ। নবনীতার গল্পের বিষয় ছিল— 'ভালোবাসা' বিষয়ে প্রবন্ধ লিখতে গিয়ে এক গল্পকারের ক্রমাগতই 'ভালোবাসা' শব্দের বোধ আর ব্যাপ্তির দ্বন্দ্বগত আবর্তে ঘুরপাক খাওয়া এবং লেখা জমা দেওয়ার শেষ ক্ষণটি এসে গেলেও বিষয়টি সম্পর্কে অনিশ্চয়তার সংশয়িত প্রকাশ ঘটানো। এ নাটকের বেশ কয়েকটি অভিনয় হয়। দ্বিতীয় প্রযোজনাটিতেও নবনীতা গল্পকার। নাটক ও নির্দেশনায় সুরঞ্জনা দাশগুপ্ত। ২০১০ সালের ১১ এপ্রিল এবং ১২ জুলাই যথাক্রমে স্টার ও অ্যাকাডেমিতে অভিনীত হয় নাটকটি। মূল রামায়ণ, রাজকুমারী কামবল্লী, অমরত্বের ফাঁদে ও সীতার পাতালপ্রবেশ থেকে কাহিনী আহরণ করে নির্মাণ হয় এ নাটক। সুরঞ্জনা পৌরাণিকী পর্বের ওপর ভরসা করেই কমেডি থেকে ট্রাজেডি এবং ট্রাজেডি থেকে কমেডিতে স্বচ্ছন্দ যাতায়াতে তুলে ধরেছেন বর্তমান সময়ের অসহায়তা। সূর্পনখারূপী নন্দিনী এবং সীতারূপী কথাকলিকে মনে রাখবে বাংলা মঞ্চ। পূর্ব-পশ্চিম নাট্যপত্রে শকুন্তলা বিষয়ক নাটক ছাপা হয়েছিল কিছুদিন আগেই। কিন্তু তাঁর খেদ পরিচিত জনেদের কাছে উন্মুক্ত ছিল—

'আমার নাটক কেউ করল না।' আনন্দ থেকে প্রকাশিত বইয়ে ছিল আরও দুটি নাটক। একটির নাম 'জীবনবৃত্ত', অপরটি 'মেদেয়া'। ২০-২৫-এর নরনারীর বয়স বাড়তে বাড়তে ৪০-৫০ কিংবা ৬০-৬৫-র সিঁড়িতে; তখন তাদের সংলাপ একই বিষয়ে উচ্চারিত হলেও কথনভঙ্গি কত স্বতন্ত্র মাত্রার হতে পারে— স্বল্প হাস্যকৌতুকের আবহে নবনীতা তারই দিশা দিয়েছেন। খুবই ছোট এ নাটক এক মজার রসদ বটে। 'মেদেয়া' নাটকটি অবশ্যই ইউরিপিদিসের নয়। তবে সে কাহিনীর দুর্নিরীক্ষ্য লক্ষণে এ নাটক আক্রান্ত; অন্তত ইঙ্গিতে তো বটেই। মফঃস্বলের রেলস্টেশনে দেখা হয় মধ্য-যৌবনে পৌঁছনো এক নর-নারীর। রূপসা আর মানস। মানস অবিরাম একাগ্রতায় রূপসাকে মনে করাচ্ছে সে-ই তার স্বামী, রতন আর টাট্টু — তাদের দুই সন্তান; তহবিল তছরূপের সমস্যায় সে পালিয়েছিল দেশ ছেড়ে, তার সত্যিই কোনও উপায় ছিল না। আর রূপসা বলে— 'আপনি দেখছি একটি বদ্ধ উন্মাদ। পথে-ভাটে বেরুনো উচিত নয় আপনার.... এখানে কি পুলিশও নেই ছাই?' নাটক শেষ হয় রূপসার সহৃদয় উদাসীনতায়— 'ভুল করছেন। তাতে কী হয়েছে? ভুল কি মানুষে করে না? কে যে কোথায় কী হারিয়ে বসে... কার যে কী কষ্ট। আমরা আর কতটুকুই বা জানি।'

এ নাটক মেদেয়ার হতে পারে। এ জীবন নবনীতারও হতে পারে। ১৯৭৬-এর জরুরি অবস্থার সময় নবনীতার মনের দেশেও যে বিবাহ-বিচ্ছিন্ন হবার টানাপড়েন। কিন্তু মেদেয়া না পারলেও নবনীতা পেরেছেন তাঁর দুই কন্যাকে একলা পালন করতে। চল্লিশ বছরের ওপর একলা জীবনের লড়াই নিয়েও খিলখিল করে হাসা, জোরে কথা বলে জীবনকে আঁকড়ে ধরা, সংবেদী লেখা লিখে মেধা আর রসবোধের দ্বৈতস্থিতির পরিচয় দেওয়া, অদ্ভুত মমতায় জীবনের নাট্যকে গুরুত্ব দেওয়া— এই না হলে 'নটী-নবনীতা'? আত্মজৈবনিক গদ্যের নাম নাটকের সঙ্গে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে গেল যে। সেই ছোট্টবেলা থেকেই জীবনের সংঘটন, ঘটনার ঘনঘটা নাটকীয়ই বটে।

হিন্দুস্থান পার্কের বাড়ির বাইরে ফুটপাতে গর্ত করে বসানো গঙ্গাজলের চ্যাপ্টা কল... হাইড্র্যান্ট খুলে উপচে পড়া বাণের জল শুকিয়ে পলিমাটি দেখে তাকে চন্দনের মতো পুরু আস্তরণ ভেবে পায়ে মাখা আর গুনিয়াভাইয়ের সতর্কীকরণে বাড়ি ফেরা— 'ঢেরস হই গলা, এব্বে ইশটপ্। আউ বাহিরে নাহি, ঘরকু চল'—

এ তো ঘরে ফেরার নাটকীয় আর্তিকেই আজীবন লেপ্টে নেওয়া নবনীতার। কোথায় যেন পড়েছিলাম, বয়স-বার্ধক্য-ব্যারামকে 'control-ALT-Delete' করতে পারেন সে তো নবনীতাই। সঙ্গী যুবতীকে উদ্দেশ্য করে পাড়ার ছোঁড়ার গানের কলি— 'আরে রাফ্তা রাফ্তা দেখো আঁখ মেরি লড়ি হ্যায়'-এর জবাবে নবনীতার ঘুরে দাঁড়িয়ে প্রত্যুত্তর— 'আঁখ যিসে লড়ি শ্যায়, উসকা বাপ ওহি খাড়ি হ্যায়'— এ তো উক্তি-প্রত্যুক্তির বিনির্মাণে গড়ে ওঠা নাটকীয় জীবন-সংলাপই। বন্ধু সুনীল গাঙ্গুলির সঙ্গে রবীন্দ্রসদনে নাটকে অভিনয় না করলেও নবনীতাকে আদ্যোপান্ত নাটকের মেয়েই বলতাম অমরা। আপনার জীবনটাই একটা নাটক— আমরা ওকে হাইপোথ্যালামাসে বয়ে নিয়ে চলব। নবনীতা— একদিন না একদিন আপনি নাটকে আটক হবেনই।